সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৮তম বর্ষ ■ ৮ম সংখ্যা ■ অগ্রহায়ণ-১৪২২ ■ পৃষ্ঠা ৪

সেচ ভবনে 'অরিয়েন্টিং এগ্রিকালচার টুওয়ার্ড ইমপ্রুভড নিউট্রিশন অ্যান্ড ওমেনস এম্পাওয়ারমেন্ট' প্রকল্পের উদ্বোধন

-মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, ফার্মব্রডকাস্টিং অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস

গত ২৯ অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয়ের এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের আয়োজনে এবং ইউএসএইড ও ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইএফপিআরআই) সহযোগিতায় রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউর সেচ ভবনে 'অরিয়েন্টিং এগ্রিকালচার টুওয়ার্ড ইমপ্রুভড নিউট্রিশন অ্যান্ড ওমেনস এম্পাওয়ারমেন্ট' প্রকল্পের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি।

(৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

'অরিয়েন্টিং এগ্রিকালচ টুওয়ার্ড ইমপ্রুভড নিউট্রিশন অ্যান্ড ওমেনস এম্পাওয়ারমেন্ট' প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

ইনফো-সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ২৫৪টি এআইসিসি স্থাপন

ই-কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন কৃষি তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার পল্লী এলাকায় তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ২৫৪টি আধুনিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে ২৫৪টি কৃষক ক্লাবের সদস্যদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম করে তোলার জন্য ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেইজ-২ প্রকল্প (ইনফো-সরকার) দেশের ২৫৪টি উপজেলার ২৫৪টি আইপিএম/

(৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে আয়োজিত ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

বিএআরসিতে জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্রের যাত্রা শুরু

-মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, ফার্মব্রডকাস্টিং অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস

দেশের কৃষির ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধারাবাহিক বিবর্তনসহ কৃষি বিষয়ের যাবতীয় তথ্য ও উপকরণের প্রদর্শনী নিয়ে 'জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্রে'র যাত্রা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রটি পরিদর্শনের মাধ্যমে দেশের কৃষি সম্পর্কে ধারণা পাবেন দর্শনার্থীরা। ৪ নভেম্বর ২০১৫ দুপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) ফার্মগেট, চত্বরে এ প্রদর্শনী কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি।

বিএআরসি ও জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের (এনএআরএস) অন্তর্ভুক্ত ১২টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৩টি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি, উৎপাদিত দ্রব্য, গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষিবিষয়ক প্রকাশনা, কৃষির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধারাবাহিক বিবর্তন, জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান এবং

(৩য় পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

কৃষি সচিব এবং ডিএই মহাপরিচালক মহোদয়ের খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি সফর

-আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, রাঙ্গামাটি

কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ ৩০ ও ৩১ অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি সফর করেন। সফরের প্রথম দিন তিনি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার বুদুংপাড়া গ্রামে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় কৃষক সিং থোয়াই মাস্টারের আমবাগানে স্থাপিত ড্রিপ সেচ পদ্ধতি প্রদর্শনী এবং ফলচাষের ওপর কৃষকমাঠ স্কুল পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে অন্যদের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. ফরিদ উদ্দিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের

(৩য় পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল চত্বরে 'জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি

পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়িতে ফলের বাগান এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

রাজশাহীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

-মো. আবদুল্লাহ-হিল-কাফি আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা রাজশাহী

গত ০২ নভেম্বর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান রাজশাহী অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সভার সভাপতির চেয়ার অলংকিত করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ নিজ নিজ দাপ্তরিক কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি কৃষকের চাহিদা মাফিক সম্প্রসারণ কাজ এবং গবেষণা করার জন্য আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য উপস্থিত সবাইকে আহ্বান জানান। তিনি কৃষকদের জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। অতিরিক্ত সচিব মহোদয় প্রত্যেক গ্রামে বীজ উৎপাদন গ্রুপ তৈরির জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি কৃষি বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণবিদদের খাদ্য নিরাপত্তা ধরে রাখার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভায় ফল গবেষণা,ধান গবেষণা, গম গবেষণা, এসআরডিআই, সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্র, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বিএমডিএ, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি সচিবের রংপুর অঞ্চলের বিএডিসির কার্যক্রম পরিদর্শন

-কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, রংপুর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ ১৪ অক্টোবর রংপুর অঞ্চলের কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সফরের শুরুতে তিনি নীলফামারী জেলার ডোমারের আলু বীজ খামার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি খামারের বীজ উৎপাদন পরিস্থিতি, ১ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট হিমাগার ও টিস্যু কালচার ল্যাব সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। আসন্ন আলু উৎপাদন মৌসুমে উন্নতমানের বীজ সরবরাহের জন্যে তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সদর দপ্তরের যুগ্ম পরিচালক মান নিয়ন্ত্রণ কৃষিবিদ ড. মো. রেজাউল করিম খামারের আলু বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে বিএডিসির ১৭ হাজার হতে ৩০ হাজার মেট্রিক টন বীজআলু সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের কারণে কৃষক পর্যায়ে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ১৫ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ মেট্রিক টনে উপনীত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিএডিসি টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে প্লান্টলেট, মিনি টিউবার, ব্রিডার আলুবীজ উৎপাদন করে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। ডোমার ভিত্তিবীজ খামারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. এনামুল হক জানান, এ খামারে সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। পরিদর্শনকালে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসির চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম লস্কর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. সাইফুর রহমান, বিএডিসি রংপুরের যুগ্ম পরিচালক কৃষিবিদ মো. আসাদুর রহমান ও কৃষিবিদ মো. জাহেদুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নীলফামারী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ গোলাম মো. ইদ্রিস, কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, ডোমার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. জাফর ইকবাল প্রমুখ। বিকালে কৃষি সচিব কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার সদ্য ঘোষিত মুজিব-ইন্দিরা দাশিয়ারছড়া ইউনিয়নের কৃষি সম্ভাবনা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

ডোমার আলুবীজ খামার কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ

মুক্তাগাছায় ব্রি ধান৬২ এর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

-কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা), কৃতসা, ময়মনসিংহ

২৬ অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে আমন মৌসুমে উচ্চফলনশীল জিংক সমৃদ্ধ ব্রি ধান৬২ ধানের প্রদর্শনী প্লটের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। হার্ভেস্ট প্লাস কর্মসূচির আওতায় জাতটির প্রদর্শনী প্লটের ধান কর্তন উপলক্ষে মাঠ দিবসটি অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তাগাছার ভট্টবাড়ি ব্লকে স্থাপিত প্রদর্শনী প্লটের ধান কর্তন ও এর ফলাফলের ওপর অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আলতাবুর রহমান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ময়মনসিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কৃষিবিদ মো. রেজাউল করিম, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ময়মনসিংহ। অন্যদের মধ্যে ছিলেন রাকিব আল রানা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা; রেজাউল আমীন ফারুক, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা; সেলিম রেজা, উপসহকারী কৃষি অফিসার; সহিদুল ইসলাম এবং বিভাগীয় অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নার্গিস আক্তার, উপজেলা কৃষি অফিসার, মুক্তাগাছা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জিংক সমৃদ্ধ এ উচ্চফলনশীল ব্রি৬২ জাতের ধান প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো মাঠ পর্যায়ে কৃষকের মাঝে এর প্রচার ও প্রসার ঘটানো। সে উদ্দেশ্যে উক্ত ধান কর্তন পরবর্তী আলোচনায় কর্মকর্তারা বলেন, এ ধান আবাদে সময় কম লাগে, অপরদিকে অধিক ফলন লাভ করা যায়। অন্যদিকে এর ভাত খেলে শরীরে জিংকের অভাব পূরণ হয়।

বাকৃবিতে 'কৃষি সম্প্রসারণ সেবা আধুনিকায়নে আইসিটি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম

-কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা), ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কৃষি সম্প্রসারণ সেবা আধুনিকায়নে আইসিটি' এর ওপর দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম ২৯ অক্টোবর উদ্বোধন করা হয়। বাকৃবির সৈয়দ নজরুল ইসলাম কনফারেন্স ভবনে অনুষ্ঠিত এ সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবর, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ সোসাইটির (বিএইএস) প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মো. আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সিম্পোজিয়ামের প্রধান অতিথি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কৃষিক্ষেত্রের সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তির টেকসই বিস্তার করা বর্তমান সরকারের প্রধান দায়িত্ব। কৃষিবিষয়ক তথ্য মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সহজে ছড়িয়ে দিতে কৃষি সম্প্রসারণ সেবায় আইসিটির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মো. গোলাম ফারুক, সাধারণ সম্পাদক, বিএইএস। সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন এনড্রি বোন, ইনজেনিস; ডেভিড ডব্লিউ ডুলান, ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ, এফ এ ও, বাংলাদেশ; ড. ক্রেইগ এ মেইজনার, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়ার্ল্ডফিশ, দক্ষিণ এশিয়া।

বিনায় ৫ দিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন

-কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা), কৃতসা, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ চত্বরে অবস্থিত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর ২০১৪-২০১৫ সালের বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন ৭ নভেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। বিনার মহাপরিচালক জনাব শমশের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ। কৃষি সচিব বলেন, দেশের মঙ্গা দূরীকরণে বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের ফসলের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। বিনাকে আরও নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে কৃষিক্ষেত্রে আরও ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, দেশে জলবায়ু ঘটিত নানা সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য স্বল্পকালীন ফসলের জাত উদ্ভাবন করে কৃষকের মাঝে পৌঁছে দিতে পারলে একই জমিতে একাধিক ফসল ফলিয়ে দুর্যোগ এড়িয়ে যেতে পারবে। পাশাপাশি ফসলের নিবিড়তাও বৃদ্ধি পাবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বিনার মহাপরিচালক বলেন, বিনা একটি অন্য রকম গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আমরা ডাল, তেল, ধান, পাট ও বিভিন্ন সবজি জাতীয় ফসল ছাড়াও জৈবসার উদ্ভাবন করে থাকি। তিনি বলেন, কালের বিবর্তনে আমরা অনেক জাত হারিয়ে ফেলেছি। আমরা হারিয়ে যাওয়া জাতের জিন সংরক্ষণ

(৩য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

সেচ ভবনে অরিয়েন্টিং এগ্রিকালচার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কার্ডের মাধ্যমে কৃষকেরা যে কৃষি ঋণ পেয়ে থাকেন, সেখানে মেয়েদের অংশগ্রহণ খুবই কম। তাই কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে নারীদের অধিকার নিশ্চিত এবং তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এই দুই জায়গায় আমাদের নতুনভাবে ভাবতে হবে। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন আমাদের মেয়েদের নামে জায়গা-জমির দলিলের সংখ্যা খুবই কম। সিলেট বিভাগের মেয়েরা অনেকাংশেই পিছিয়ে রয়েছেন উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, সিলেট অঞ্চলে মেয়েরা অধিকার আদায়ে সচেতন নয়। তবে এদিক দিয়ে বরিশালের মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। যেখানে বরিশালের মেয়েরা ৩১ ভাগ এগিয়ে সেখানে সিলেটের মেয়েরা ১১ ভাগে রয়েছে। নারীদের অধিকার ও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য মন্ত্রী অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষা মেয়েদের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। পুষ্টির উপাদান বাড়াতে হলে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে কৃষির যে বৈচিত্র্যময় চাষাবাদ রয়েছে সেগুলোকে মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, এক সময়ে আমরা বলতাম দুধে ভাতে বাঙালি। বর্তমানে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নেতৃত্বে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। কিন্তু পুষ্টির অন্যতম উপাদান দুধের জোগান বাড়াতে পারিনি। আমরা যে ক্যালরি সঞ্চয় করি তার বেশিরভাগই আসে ধান থেকে। তবে ফল, সবজিসহ অন্যান্য পুষ্টিকর ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে নারীদের অনেক বেশি সচেতনতা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের মহাপরিচালক মোহাম্মদ নজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের গবেষণা পরিচালক ও যুগ্ম সচিব ড. তৌফিকুল আলম। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন পলিসি রিসার্চ অ্যান্ড স্ট্রেটিজি সাপোর্ট প্রোগ্রাম (পিআরএসএসপি) ও আইএফপিআরআইর চিফ অব পার্টি ড. আকতার আহমেদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্যে দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান; ইউএসএইড-বাংলাদেশ মিশন ডাইরেক্টর জ্যানিনা জেরুজেলসকি ও হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর মেরেডিথ জেকসন-ডিগ্রাফেনরিড।

ইনফো-সরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আইসিএম কৃষক ক্লাবকে এআইসিসিতে রূপান্তরের জন্য বেছে নিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে এ কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইনফো-সরকার প্রকল্প প্রতিটি এআইসিসিকে আর্থিক সহায়তাসহ একটি করে ল্যাপটপ, সাউন্ড সিস্টেম, বড় পর্দাসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্পাইরাল মেশিন, লেমিনেটিং মেশিন দুই বছরের জন্য ইন্টারনেট সুবিধাসহ মডেম, কালার প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্মার্টফোন এবং জেনারেটর সরবরাহ করবে।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় এ ধরনের আধুনিক এআইসিসি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষকের কৃষি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করতে পারবে তথ্য প্রযুক্তি। তিনি আরও বলেন, কৃষির বিষয়টি এখন জ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠেছে, সেজন্য সরকার তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে কৃষিবিষয়ক তথ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ সরকারের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনীকে উৎসাহিত করছে। একজন কৃষককে বীজ, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা এবং পণ্যের ন্যায্য দাম পেতে সহায়তা করবে। একজন ক্লাব সদস্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি তথ্য সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে একজন স্মার্ট কৃষকের ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান জনবান্ধব গণতান্ত্রিক সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এসব কেন্দ্র ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইনফো-সরকার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম। ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণে কৃষি তথ্য সার্ভিসের চলমান কার্যক্রম উপস্থাপন করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মিজানুর রহমান।

উল্লেখ্য, কৃষি তথ্য সার্ভিস ইতঃপূর্বে দেশব্যাপী ২৪৫টি এআইসিসি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে যা তৃণমূল পর্যায়ে ই-কৃষি বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। -বিজ্ঞপ্তি

বিএআরসিতে জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম এ কেন্দ্র থেকে জানা যাবে।

বিএআরসি মিলনায়তনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মকবুল হোসেন বলেন, যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে কৃষিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। কৃষির সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং পেছনের ইতিহাস জানা যাবে এ প্রদর্শনী কেন্দ্র থেকে। তিনি আরও বলেন, আজ আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বিদেশেও রপ্তানির যে সফলতা বাংলাদেশ দেখিয়েছে তার কৃতিত্বের দাবিদার বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি সম্প্রসারণের সঙ্গে জড়িত কর্মী বাহিনী। আর তা সম্ভব হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও সঠিক দিকনির্দেশনার ফলে। এ সময় তিনি জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্রটিকে পরিচর্যার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনা এবং মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্যগণ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তরা, এনএআরএসভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ডিএই, ডিএলএস, ডিওএফ এর মহাপরিচালকগণ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবং আন্তর্জাতিক কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি সচিব এবং ডিএই মহাপরিচালক মহোদয়ের খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি সফর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ এ কে এম হারুন-অর-রশীদসহ ডিএই'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি মাটিরাঙ্গার দক্ষিণ মুসলিমপাড়ায় কেজিএফ আর্থিক সহায়তায় এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত জুমে বিআর-২০ জাতের ধান ও তুলার আন্তঃফসলের গবেষণা মাঠ পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান শেষে মাটিরাঙ্গায় উপজেলা শিল্পকলা একাডেমিতে স্থানীয় কৃষক-কৃষাণীদের এক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ, চাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। মতবিনিময় সভা শেষে স্থানীয় তুলাচাষিদের নিকট শিমুল তুলার চারা বিতরণ করেন। পরে তিনি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার প্রতাপ পাড়ায় কৃষক মনপোদি চাকমার বারি মাল্টা-১ এর বাগান পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের পর রাত ৭.৩০টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ডিএই মহাপরিচালক তার বক্তব্যে উপজেলা সমূহের প্রতিটি ব্লকের হালনাগাদ কৃষিবিষয়ক তথ্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি প্রতিটি ব্লকের ফসল উৎপাদনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রণয়ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পাহাড়ি অঞ্চলের পতিত জায়গাসমূহে মিশ্রফলবাগান স্থাপন ও বসতবাড়িতে ফলগাছের চারা রোপণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি রোপা আমনের অধিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে মাঠপরিদর্শনের আহ্বান জানান। তিনি আসন্ন বোরো মৌসুমে সার ও বীজ বিতরণ নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সফরের ২য় দিন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়িতে বারি মাল্টা-১, বারি মিষ্টি তেঁতুল, বারি কমলা-২ এবং বারি ড্রাগন ফল-১ এর বাগান এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

বিনায় ৫ দিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

করে রাখতে পেরেছি যা থেকে নতুন নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবন করতে পারব। তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করছি বছরে একই জমিতে ৪টি ফসল ফলিয়ে দেশের খাদ্য ও পুষ্টির অভাব দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে।

কর্মশালার উদ্বোধন শেষে কৃষি সচিব বিনার বিভিন্ন গবেষণাগার এবং মাঠ পরিদর্শন করেন। ৫ দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রায় তিন শতাধিক বিনার বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন কৃষিকার্যক্রম পরিদর্শন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ অতিথি হিসেবে মহাপরিচালক কৃষিবিদ হামিদুর রহমান কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উৎপাদিত কৃষি পণ্য সামগ্রীর মূল্য যথাযথভাবে পেতে কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষিবান্ধব সরকারের কৃষি উন্নয়নের নানামুখী পদক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন, কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ এ দেশের কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী মাছ, সবজি, ফল, আলু ও চাল বিদেশে রপ্তানি হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। এর আগে মহাপরিচালক দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠে কৃষকের সাথে ধানের পোকামাকড় ও রোগবালাই নিয়ে মতবিনিময় করেন। সদ্য কর্তনকৃত রোপা আমন মাঠে তিনি ধানের নাড়া পুড়িয়ে রোগ ও পোকামাকড় দমন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

মহাপরিচালকের সফরসঙ্গী ছিলেন ঢাকাস্থ খামারবাড়ির বাংলাদেশ ফাইটো স্যানেটারি ক্যাপাসিটি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সাদেক ইবনে শামছ এবং কোয়ারেন্টাইন কৃষি বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ আইয়ুব হোসেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নানা প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন

-মহাপরিচালক, ডিএই

মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কৃষি বিভাগের আধুনিক প্রযুক্তি মানুষকে নানা কাজে সম্পৃক্ত করেছে। বসতবাড়িতে অপ্রয়োজনীয় গাছ গাছালি অপসারণ করে পরিকল্পনামাফিক প্রয়োজনীয় উদ্যান ফসলের চাষ বাড়াতে হবে। মহাপরিচালক ১৯ অক্টোবর খুলনার দৌলতপুরের মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের উদ্যোগে এটুআই প্রকল্পের অধীনে মহেশ্বরপাশায় প্রযুক্তি সম্প্রসারণে চাহিদাভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন।

মহাপরিচালক বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের ভালো থাকতে হবে ও গ্রামের অন্যান্যদের রোজগার বাড়িয়ে ভালো রাখতে হবে। খাদ্য গ্রহণে পুষ্টির বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তিনি উপস্থিত ৩০ জন কৃষাণিদের প্রতিদিন ফল, দুধ, ডিমসহ সুষম খাদ্য খাওয়ার পরামর্শ দেন। পরে মহাপরিচালক স্থানীয় তেলিগাতির বরইতলায় ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রে প্রযুক্তি সম্প্রসারণে চাহিদাভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি বলেন, বর্তমান সরকার গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ কার্যক্রম তারই একটি অংশ। এর ফলে উৎপাদনকারী কৃষক নিজেই পণ্য বিক্রি করে মধ্যস্বত্বভোগীর খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তিনি বলেন, মাঠ থেকে উৎপাদিত ফসল বাজারে আনা পর্যন্ত ২০ থেকে ৩০ ভাগ নষ্ট হয়। এ কার্যক্রমের ফলে সেটি রক্ষা পাবে। তিনি প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজেরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের লাভবান করার পরামর্শ দেন।

মতবিনিময় সভায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০ জন কৃষক কৃষাণীসহ অর্ধ শতাধিক কৃষক কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। মহাপরিচালকের সফরসঙ্গী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের এ টু আই প্রকল্পের প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট মেবল সিলভিয়া রড্রিকক্স, ফাইন্যান্স এক্সপার্ট মো. নাসের মিয়াসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ভূপেশ কুমার মণ্ডল, উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আবদুল লতিফ, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জাকিয়া সুলতানা, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. জামাল উদ্দিন, কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনার প্রতিনিধি ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিএই মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান খুলনার দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশায় কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন

বরিশাল সদরে কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

-নাহিদ বিন রফিক, টিপি, কৃতসা, বরিশাল

৩ নভেম্বর বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রান্তিক চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে ফসলের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে সদর এবং মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস আয়োজিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জেবুন্নেছা আফরোজ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, প্রাকৃতিক কারণে প্রতি বছর আমাদের জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে; তারপরও মানুষ অনাহারে কিংবা অর্ধহারে আছে এমন একটি উদাহারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা সম্ভব হয়েছে এ সরকারের কৃষি সফলতায়। রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ যতবার আসে, কৃষক ততবারই বিনা পয়সায় কৃষি উপকরণ পায়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে দখিনের কৃষিকে আরও সমৃদ্ধশালী করতে হবে। তিনি এ অঞ্চলের চাষিদের কৃষি উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার সাবিনা ইয়াসমিন, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার মো. রফিকুল আলম মিলন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শেষে প্রধান অতিথি কৃষাণ-কৃষাণির মাঝে বিভিন্ন রবি ফসলের বীজ এবং সার বিতরণ করেন। এতে তালিকাভুক্ত চাষিসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মোট ১ হাজার ৫৫০ জনের মধ্যে সদরের ১ হাজার ২৫০ জন এবং মেট্রোপলিটনের ৩০০ কৃষক, যাদের পছন্দমতো প্রত্যেককে ১ বিঘা জমিতে একটি ফসলের জন্য যথাক্রমে ২০ কেজি গমের সঙ্গে ২০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি, ২ কেজি ভুট্টার সঙ্গে ২০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি, ৭ কেজি ফেলনের সঙ্গে ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি, ৮ কেজি খেসারির সঙ্গে ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি এবং ৫ কেজি মুগবীজের সঙ্গে ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়।

বগুড়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মাঠ পরিদর্শন

- মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি,
আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা, রাজশাহী

গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলা পরিদর্শন করেন। কৃষি সচিব শেরপুর উপজেলার গাড়ীদহ ইউনিয়নে ব্রি ধান৪৯ জাতের রোপা আমন ধানের শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। নমুনা কর্তনে ২০ বর্গমিটার জমির ধান কর্তন করে ফলন পাওয়া যায় ১০.৪৩ কেজি (শুকনা) অর্থাৎ হেক্টরে ৫.২১ টন। এরপর তিনি ধুনট উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প হতে নবনির্মিত কৃষি ভবন পরিদর্শন করেন এবং কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর তিনি একই উপজেলার মাটিকোড়া আইসিএম কৃষক ক্লাব হতে স্থাপিত টমেটো ক্ষেত পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট চাষিদের সঙ্গে এক প্রাণবন্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি চাষিদের বিষমুক্ত টমেটো উৎপাদন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এ ছাড়াও তিনি হর্টেক্স ফাইন্ডেশনের সঙ্গে টমেটো চাষিদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন যাতে কৃষক মধ্য স্বত্বভোগীদের ছাড়াও সহজে টমেটো বাজারজাত করতে পারে। এছাড়াও তিনি শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত মসলা গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বিজ্ঞানী সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বাংলাদেশকে মসলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারে এমন উন্নত জাত আরও বেশি উদ্ভাবন করতে নিরলস কাজ করার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানান।

খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

-এ.টি.এম ফজলুল করিম,
সহকারী তথ্য অফিসার, কৃতসা, পাবনা

পাবনা সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অদিদপ্তরের উদ্যোগে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি-২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ১৫ নভেম্বর উপজেলার জালালপুরে বিনা-৭ ধান রিপার মেশিনের সাহায্যে কর্তন উপলক্ষে এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। রিপার মেশিনে কর্তন ক্ষমতা, শ্রমিক সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা, শ্রমঘণ্টা লাঘব, সহজ অপারেটিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল ইত্যাদি উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে উপস্থাপনই ছিল মাঠ দিবসের মূল উদ্দেশ্য। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিন, পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার, অতিঃজেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুন্সি মো. মুনিরুজ্জামান, অতিঃপুলিশ সুপার লিটন দাশ এবং অতিঃ উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. খুরশিদ আলম সরেজমিনে ধান কর্তন করে এবারের আমন ধান কর্তনের শুভ উদ্বোধন করেন।

পাবনাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিন।

প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিন খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। তিনি রিপার মেশিনের সুলভ দাম উল্লেখ করে এর ক্রয়ে স্বচ্ছল কৃষকদের এগিয়ে এসে লাভবান হতে আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার তার বক্তব্যে বর্তমান কৃষকবান্ধব সরকারের খামার যান্ত্রিকীকরণের ব্যাপারে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকির বিষয়াদি উল্লেখ করেন এবং তিনি এর সুযোগ গ্রহণ করতে উপস্থিত কৃষকদের অনুরোধ জানান।

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ডিএই মহাপরিচালক

এ.টি.এম ফজলুল করিম,
সহকারী তথ্য অফিসার, কৃতসা, পাবনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান ৯ নভেম্বর দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরের ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে এক চাষি সমাবেশে মিলিত হন। সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ নির্মল কুমারদে'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম। এ সময়

(৩য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত